দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 30 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 6

57

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট ফরিয়াদ

আমরা বিভিন্ন কলেজ হতে আগত অর্থনীতি (অনার্স) উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা-বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এম, এস, এস শেষ পর্বে গত ২২।১২।৮৮ইং তারিখে ভর্তি সাব-কমিটির সুপারিশক্রমে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য অনুমোদন পাই (আসন সংখ্যা ১৫০ ছিল, ২০টি বাড়িয়ে ১৭০ করা হয়)। এরপর থেকে আমরা যথারীতি ক্লাস করে আসছি। তারপর আমরা ভর্তি ফরম পূরণ করে জমা দেই; ভর্তি ফরম হল প্রভোষ্ট হয়ে তা ভর্তি শাখায় পাঠানো হয় (আমাদের ১৩ জনের নামের তালিকাও পাঠানো হয়)। এদিকে ভর্তির প্রসেসিং চলতে থাকে। এর মধ্যে ইনকোর্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। ভর্তির টাকা জমা হয়নি বলে স্যারদের বলে আমরা পরীক্ষার খাতায় নাম লিখে (রোল নং না হওয়ায়) গত ২৭-২-৮৯ তারিখে প্রথম ইনকোর্স পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে আমাদের ভর্তি বাতিল করার (ভর্তির টাকা জমা না নেয়ার) জন্য নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় আমরা মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এ অবস্থা আমাদের অভিভাবক মহলও মেনে নিতে পারছেন না। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে—তা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন কি?

আমাদের অনিশ্চিত শিক্ষা-জীবনের কথা চিন্তা করে ভর্তির টাকা জমা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভুক্তভোগী ১৩ জন
ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে—
সামছুল আলম
কক্ষ নং ৩১২,
শেখ মুজিবর রহমান হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পটুয়াখালী কৃষি কলেজের সমস্যাবলীর সমাধান চাই

দক্ষিণ বাংলার পটুয়াখালীতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষি কলেজ অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই কলেজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। কলেজের একমাত্র সড়কটি (লেবুখালী থেকে দুমকী) অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে, যা চলাচলের প্রায় অনুপযোগী।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন, কলেজটি পরিদর্শন করে এর যাবতীয় সমস্যাবলী সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিন।

মোঃ শাফায়েত হোসেন শাফ
বি, এস, সি এজি (সম্মান)
১ম পর্ব পরীক্ষার্থী,
পটুয়াখালী কৃষি কলেজ,
পটুয়াখালী।